কোভিড-১৯ এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষার আহবান

কোভিড-১৯ এর ভয়াবহ পরিস্থিতিতে বিশ্বের প্রতিটি মানুষ উদ্বিগ্ন। দিন দিন পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বিশ্বে এখন পর্যন্ত দেড় লক্ষাধিক মানুষ মৃত্যুবরন করেছে। সামনে আরো কি হতে যাচ্ছে তা অনুমান করাটা কঠিন। কোভিড-১৯ একটি স্বাস্থ্য বিষয়ক জরুরী পরিস্থিতি হলেও এর আর্থ-সামাজিক নেতিবাচক প্রভাবটাও স্পষ্ট। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশই অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখে পড়েছে, সামনে আরো কঠিন পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে।

পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার তার সর্বোচ্চ সামর্থ দিয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সরকারী বেসরকারী যৌথ প্রচেষ্টা এবং জনগনের সম্মিলিত অংশগ্রহনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এই কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সফল হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। কোভিড-১৯ দূর্যোগে সবচেয়ে ঝুকিতে আছে এই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা। নিম্নলিখিত কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ঝুকির মাত্রা অন্যদের চেয়ে বেশী-

১. প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত কারনেই অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আগে থেকেই স্বাস্থ্যগত দূর্বলতা রয়েছে। এসকল ব্যক্তি যদি কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হন, তাহলে তারা জটিল স্বাস্থ্য ঝুকির মধ্যে পড়বেন এবং মৃত্যুর মুখোমুখি হতে পারেন।

২. কোভিড-১৯ থেকে সুরক্ষার জন্য যথাসময়ে প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রাপ্তি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিভাবে এই ভাইরাসটি ছড়ায়, নিজেকে সুরক্ষিত রাখার উপায় এবং এই রোগের পরীক্ষা ও চিকিৎসা সম্পর্কিত তথ্য ছাড়াও লকডাউন ও অন্যান্য সরকারী ঘোষনার তথ্য এই মূহুর্তে খুবই জরুরী। এসকল তথ্য প্রচারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগিতা বিবেচনা না করায় অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিই যথাসময়ে এসকল তথ্য পাননা।

৩. অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আছেন যারা দৈনন্দিন জীবন যাপনে অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকেন। কোভিড-১৯ থেকে সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় সামাজিক দূরত্ব বা কোয়ারেন্টিন বা আইসোলেশনে থাকা এসকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিটি এবং তার সহায়তাকরী উভয়ই ঝুকির মধ্যে আছেন। ফলে এ সময়ে পরিচর্যাকারীর অভাব দেখা যেতে পারে। নিয়মিত পরিচর্যাকারীর অনুপস্থিতিতে প্রতিবন্ধী নারীরা অন্যের সহযোগিতা নিতে গিয়ে যৌন নির্যাতনের শিকার হতে পারেন। সেক্ষেত্রে তারা সংক্রমন ঝুঁকিতে পড়বেন এবং আক্রান্ত হলে মৃত্যু ঝুঁকিও বেড়ে যাবে। এছাড়াও পরিচর্যাকারির অভাবে তারা অসুস্থ হয়ে যেতে পারেন এবং তাদের চিকিৎসা ব্যহত হতে পারে।

৪. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে একটি বড় অংশই দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করেন এবং অনেকে আগে থেকেই কর্মহীন। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে দেশের অনেক নাগরিকের মতো আয়মূলক কর্মে নিযুক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কতদিনে ও কিভাবে এসকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কর্মে ফিরতে পারবেন, সেটাও অনিশ্চিত।

৫. কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রতিবন্ধী শিশুরা বহুমূখী ঝুকির মধ্যে আছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ তাদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিচর্যা ও সেবা প্রাপ্তি এসময়ে ব্যহত হচ্ছে। বন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকল্প হিসেবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য টেলিভিশনের মাধ্যমে যে দূরশিক্ষন কার্যক্রম শুরু হয়েছে তা অনেক

প্রতিবন্ধী শিশুরই অংশগ্রহনের জন্য উপযোগী নয়। তাছাড়া কোভিড-১৯ জনিত সম্ভব্য দারিদ্রের কারণে ভবিষ্যতে প্রতিবন্ধী শিশুদের বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়ার ঝুকি তৈরি হয়েছে।

৬. প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য কোভিড-১৯ জটিল পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। তাদের প্রতি যৌন সহিংসতা বাড়তে পারে, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা বাধাগ্রস্ত হতে পারে এবং তাদেরকে আরো বেশী নির্ভরশীল করে তুলতে পারে। এমনিতেই নারীরা অর্থনৈতিকভাবে এখনো পিছিয়ে রয়েছে এবং প্রতিবন্ধী নারীদের ক্ষেত্রে সেটা আরও প্রকট। সেক্ষেত্রে এই সময়ে পরিবারে তাদের চাহিদার প্রতি গুরুত্ব দেয়া আগের তুলনায় আরও কমে পেতে পারে।

৭. কোভিড-১৯ দূর্যোগকালিন সময় গুরুতর প্রতিবন্ধী মানুষ, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী নারী যাদের দীর্ঘমেয়াদী জটিলতা রয়েছে যেমন – মাসকুলার ডিস্ট্রফী, নিউরো ডেভেলপমেন্টাল, শ্রবণ-দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ এই সময়ে তাদের চিকিৎসা সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিতে পারে। আর্থিক, খাদ্যদ্রব্যসামগ্রী, আর্থিক সহযোগিতা, স্যানিটাইজার, গ্লাভস ইত্যাদি গ্রহণের ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতিতে বের হতে না পারার কারণে প্রতিবন্ধী নারীরা বঞ্চিত হতে পারেন।

সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষার লক্ষ্যে অতি দ্রুত নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সরকারের প্রতি আমরা আহবান জানাচ্ছি-

১. কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সকল পর্যায়ের কমিটি ও কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

২. কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সকল প্রচারণা কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগিতার (ইশারা ভাষা, ওয়েবসাইটের তথ্য ইউনিকোডে প্রকাশ ইত্যাদি) বিষয়টি বিবেচনা করা।

৩. আউট পেশেন্ট ডিপার্টমেন্ট এর চিকিৎসক এবং কোভিড-১৯ মোকাবেলায় নিয়োজিত স্বাস্থ্যকর্মী ও অন্যান্য পেশাজীবিদের প্রশিক্ষণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুনির্দিষ্ট চাহিদা ও পরিস্থিতির বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত করা।

৪. বিশেষ ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবাসমূহ চালু রাখা। গুরুতর, বহুমাত্রিক, নাজুক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রদান নিশ্চিত করা।

৫. গুরুতর প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তাদের পরিচর্যাকারী, প্রতিবন্ধী নারী এবং বিদ্যালয় থেকে প্রতিবন্ধী শিশুদের সম্ভব্য ঝরে পড়া রোধে তাদের পরিবারের জন্য বিশেষ সুরক্ষা ভাতার ব্যবস্থা করা।

৬. সরকারী বেসরকারী ত্রান ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার প্রদান করা।

৭. বেসরকারী সংগঠনসমূহ তাদের ত্রান ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পর্কিত যে প্রতিবেদন সরকারের নিকট জমা দেয় সেখানে সুবিধাপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পৃথক তালিকা পেশ করার বাধ্যবাধ্যকতা আরোপ করা।

৮. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী মনোসামাজিক পরিচর্যাকে উৎসাহিত করা।

৯. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ঝুঁকি, অতিরিক্ত ব্যয়, বেকারত্বসহ সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সুনির্দিষ্ট ও ন্যায্য অর্থ বরাদ্দ করা।

১০. কোভিড আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে লিঙ্গ, বয়স এবং প্রতিবন্ধিতা বিভাজিত উপাত্ত সংগ্রহ ও তা প্রকাশ করা।

১১. প্রতিবন্ধী নারীসহ সকল নারীদের জন্য পর্যাপ্ত পানি, সাবান এবং মাসিক ব্যবস্থাপনা সামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিত করা। গুরুতর প্রতিবন্ধী নারী বা কিশোরী প্রতিবন্ধী যেমন-অটিজম, ডাউন সিনড্রোম, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, মানসিক প্রতিবন্ধী, সেরিব্রাল পলসি, শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী এবং শ্রবণ-দৃষ্টি প্রতিবন্ধী নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা অগ্রাধিকার বিবেচনায় নিশ্চিত করা।

১২. নারীদের জন্য সুনির্দিষ্ট যেকোন কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা।

১৩. করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত সকল সংবাদ সম্মেলন/ তথ্য প্রদানের সময় ইশারা ভাষার দোভাষীর ব্যবস্থা রাখা যাতে করে দেশের শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্য বুঝতে পারেন।

১৪. স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও আইইডিসিআর এর ওয়েবসাইট প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সম্পূর্ণ প্রবেশগম্য করার ব্যবস্থা করা, যাতে করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিশেষ করে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অবগত হতে পারেন।

১৫. যেসব স্থানে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা করা হচ্ছে, সেসব স্থানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপযোগী ও প্রবেশগম্য ব্যবস্থা রাখা।

১৬. কোভিড-১৯ এর কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যাতে চাকরি না হারায় সে বিষয়ে বেসরকারি নিয়োগদাতা এবং নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানের এসোসিয়েশনকে সরকারের পক্ষ থেকে একটি নির্দেশনা জারি করা।

১৭. যেহেতু কোভিড-১৯ এর প্রভাবে অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কর্মহীন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেক্ষেত্রে তাদের ব্যবসা পুনরায় শুরু করার জন্য অর্থ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা।

১৮. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কর্মরত সংগঠনসমূহে সাথে পরামর্শক্রমে কোভিড-১৯ এর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিস্থিতিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামগ্রিক সুরক্ষায় সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি করে তা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা।

আহবানকারী সংগঠনসমূহ (বর্ণক্রম অনুসারে):

অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন
ইমপ্যাক্ট ফাউন্ডেশন
ইয়ং পাওয়ার ইন সোশাল এ্যাকশন (ইপসা)
উইমেন উইথ ডিজেবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন
এডিডি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ
টার্নিং পয়েন্ট ফাউন্ডেশন
ডিজেবল্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
ডিজেবল্ড চাইল্ড ফাউন্ডেশন
ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ডিজেবেল্ড উইমেন
প্রতিবন্ধী নাগরিক সংগঠনের পরিষদ (পিএনএসপি)
বাংলাদেশ সোসাইটি ফর দ্যা চেঞ্জ এন্ড অ্যাডভোকেসি নেক্সাস (বি-স্ক্যান)
ভিজিয়্যুালি ইমপেয়ার্ড পিপল'স সোসাইটি (বিভিপস)
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
সাইটসেভার্স বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিস
সিবিএম কান্ট্রি কোঅর্ডিনেশন অফিস
সেন্টার ফর ডিজেবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি)
সেন্টার ফর দি রিহ্যাবিলিটেশন অব দি প্যারালাইসড (সিআরপি)
সেন্টার ফর সার্ভিসেস এন্ড ইনফরমেশন অন ডিসএ্যাবিলিটি (সিএসআইডি)
হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল
ডিজেবিলিটি অ্যালায়েন্স অন এসডিজিস বাংলাদেশ-এর অন্যান্য সদস্য সংস্থাসমূহ